

## অক্ষয় তৃতীয়া

অক্ষয় তৃতীয়া (সংস্কৃত: अक्षय तृतीया) হল চান্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্লাতৃতীয়া অর্থাৎ শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি হিন্দু ও জনৈ ধর্মান্বলম্বীদের কাছে এটি একটি বিশেষ

তাৎপর্যপূর্ণ তিথি। এই শুভদিনে জন্ম নিয়েছিলেন বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। বদেব্বাস ও গণেশ এই দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন। এদিনই সত্য যুগ শেষ হয়ে ত্রিতোয়ুগের সূচনা হয়। এদিনই রাজা ভগীরথ গঙ্গা দেবীকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন। এদিনই কুবেরের তপস্যা, তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করেন। এদিনই কুবেরের লক্ষ্মী লাভ হয়েছিল বলে এদিন বৈভব-লক্ষ্মীর পূজা করা হয়।

সংস্কৃত ভাষায়, "অক্ষয়." (अक्षय) শব্দটি "সমৃদ্ধি, প্রত্যাশা, আনন্দ, সাফল্য", "ত্রিতিয়" অবস্মরণীয়, চরিস্থায়ী ।

অক্ষয় তৃতীয়া হল চান্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথি অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তিথি অক্ষয় শব্দের অর্থ হল যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বৈদিক বিশ্বাসানুসারে এই পবিত্র তিথিতে কোন শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। যদি ভালো কাজ করা হয়, তার জন্মে আমাদের লাভ হয়, অক্ষয় পুণ্য আর যদি খারাপ কাজ করা হয়, তবে লাভ হয়, অক্ষয় পাপ। তাই এদিন খুব সাবধানে প্রতটি কাজ করা উচিত। খেয়াল রাখতে হয়, ভুলেও যেন কোনো খারাপ কাজ না হয়ে যায়। কখনো যেন কটু কথা না বেরোয়, মুখ থেকে কোনো কারণে যেন কারো ক্ষতি না করে ফেলি বা কারো মনে আঘাত দিয়ে না ফেলি। তাই এদিন যথাসম্ভব মটান থাকা জরুরী। আর এদিন পূজা, জপ, ধ্যান, দান, অপররে মনে আনন্দ দেয়ার মত কাজ করা উচিত। যহেতু এই তৃতীয়ার সব কাজ অক্ষয় থাকে তাই প্রতটি পদক্ষেপে ফলেতে হয়, সতর্কভাবে। এদিনটা ভালোভাবে কাটানোর অর্থ সাধনজগতের অনেকটা পথ একদিনে চলে ফেলো।

অক্ষয় তৃতীয়ায় রোহিণী নক্ষত্র ও শোভন যোগ সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, অক্ষয় তৃতীয়ায় বিষ্ণুর পূজা করলে সম্পদ বৃদ্ধি হয়।

একইসঙ্গে বিষ্ণু ও শিবের পূজা করলেও ফল পাওয়া যায়। গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়া সম্ভব না হলে বাড়তিই গঙ্গাজলে স্নান করার পর বিষ্ণুমূর্তিতে চন্দন মাখাতে হবে। এর সঙ্গে দিতে হবে তুলসিপাতা। সম্ভব হলে বলেফুলও দেওয়া যতে পারে। এছাড়া দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি দিয়ে পঞ্চমৃত তৈরি করা যতে পারে।

পুরাণ অনুযায়ী, মহাভারতে পাণ্ডবরা যখন নরবাসনে ১৩ বছর কাটিয়ে ফেলেন, তারপর একদিন ঋষি দুর্বাসা তাঁদের আস্তানায় প্রবেশ করেন। দ্রৌপদী তাঁকে অক্ষয় পাত্র খেতে দেন। এই আত্মিয়েতায় মুগ্ধ হয়ে দুর্বাসা বলেন, 'আজ অক্ষয় তৃতীয়া। আজ যে ছোলার ছাতু, গুড়, ফল, বস্ত্র, জল ও দক্ষিণা দিয়ে বিষ্ণুর পূজা করবে, সে সম্পদশালী হয়ে উঠবে।'

অক্ষয় তৃতীয়া লোকবিশ্বাসের সর্বভারতীয় চরিত্রের একটি চমৎকার নিদর্শন

ভারত জুড়ে বৈশাখের শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিনে অক্ষয় তৃতীয়া পালন করা হয়। ভারত জুড়ে বৈশাখের শুক্লপক্ষের তৃতীয় দিনে অক্ষয় তৃতীয়া পালন করা হয়। মানুষেরে বিশ্বাস, এই দিনে স্নান করে ব্রাহ্মণকে পাখা, ছাতা এবং অর্থ দান করলে অক্ষয় পুণ্য অর্জিত হয়। ফলে এই তথি উদযাপন অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভারতেরে বহু প্রদেশে পালিত এই উৎসব হিন্দি বলয়ে আখা তীজ নামে অভিহিত। জনৈরাও এই তথি পালন করেন। অক্ষয় তৃতীয়া লোকবিশ্বাসেরে সর্বভারতীয় চরিত্রেরে একটি চমৎকার নিদর্শন। এবং এই তথি হল হিন্দুদেরে সাড়ে তনিটি সর্বাধিক শুমুহুরতেরে অন্যতম। অন্য দুটি হল পয়লা চতৈর এবং বজিয়া দশমী, আর কার্তিকেরে শুক্লপক্ষেরে প্রথম দিনটি হচ্ছে আখানা তথি। কথিত আছে, এই তথিতেই বিশ্বাসমুনি গণশেকেরে মহাভারত বলতে শুরু করেছিলেন; এই দিনেই কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বস্ত্রহরণেরে অমর্যাদা থেকে রক্ষা করেছিলেন; এই দিনেই সূর্যদেবে পাণ্ডবদেরে ‘অক্ষয়পাত্র’ দান করেছিলেন, যেরে পাত্রেরে খাবার কখনও ফুরাবে না। আরও নানা উপকথা এই দিনেরে সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অনকেরে মতে এই দিনে ত্রতোয়ুগ শুরু হয়েছিল, আবার অনকেরে বলেনে সত্যযুগ। মুশকলি হল, এগুলো একটু পুরনো দিনেরে ব্যাপার, তরকেরে মীমাংসা করতে পারনে এমন কটে বটচেনেই। আবার, এই তথিতেই নাকি গঙ্গার মর্তে অবতরণ ঘটছিল। অন্য দিকে, কৃষ্ণ এই দিনেই পরশুরাম রূপে জন্ম নিয়েছিলেন এবং সমুদ্রেরে বুক থেকে জমি উদ্ধার করেছিলেন, কয়কে শতাব্দী পরে ওলন্দাজারা যমেনটা করবনে। কোঙ্কণ ও মালাবার উপকূলে অক্ষয় তৃতীয়ায় পরশুরাম এখনও পূজিত হন। বাংলায় পরশুরামেরে কোনও ভক্ত নেই, বোধহয় এই কারণে যেরে, এখানে সমস্যাটা উল্টো, নদীতে পলি এবং মাটি জমে চর জেগে উঠছে, এখানে বরং পরশুরাম তাঁর কুঠার চালিয়ে পবিত্র ভাগীরথীর বুককে জমা পলি নিকশে করতে পারতনে।

কৃষিতে হোক অথবা বাণিজ্যে, অক্ষয় তৃতীয়ায় সমৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয় এবং তা থেকেই বোঝা যায়, হিন্দু জীবনাদর্শে জাগতিক বিষয়কে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দিনে দবী অন্তর্পূর্ণার জন্মদিন, ধনসম্পদেরে দেবতা কুবেরেরে আরাধনাও এ তথিরে সঙ্গে জড়িত। কুবেরে এক আশ্চর্য দেবতা। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত বিবিধ উপকথায় সমাজ-ইতিহাসেরে মূল্যবান রসদ আছে। ব্রাহ্মণ্য কাহনিকুলি পশ্চিমী উপাখ্যানেরে মতো সরল নয়, বহুমাত্রিক, সখনে সমাজেরে বিস্তৃত সম্পর্কে নানা ধারণা খুঁজে নেওয়া যায়। কুবেরকে বর্ণনা করা হয় এক কুদর্শন, খর্বকায় এবং স্ফীতদেহ যক্ষ রূপে। প্রথম যুগে ভারতে নবাগত আর্যদেরে জীবিকা ছিল পশুচারণ, সুতরাং তাঁরা ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করতনে। অন্য দিকে, পুরনো অধিবাসীদের স্থায়ী বসতি ছিল, তাঁদেরে আর্থিক অবস্থাও ছিল আর্যদেরে তুলনায় সমৃদ্ধ। কিন্তু তাঁদেরে গায়েরে রং আর্যদেরে মতো ফরসা নয়, এবং আর্যরা তাঁদেরে তুলনায় দীর্ঘাঙ্গী। দখেতে খারাপ বলে আর্যরা তাঁদেরে নচি চোখে দেখতনে। বৈদিক, বদে-উত্তর এবং পটারাগিক কাহনিকুলিতে অনার্য জনগোষ্ঠীর বিপুল ঐশ্বর্যেরে বিস্তর উল্লেখ আছে। এই সম্পদেরে একটা কারণ হল, তাঁরা পশুপালন এবং কৃষি থেকে অর্জিত সম্পদেরে একটা অংশ স্বর্গ ও মণরিত্নেরে আকারে সঞ্চিত রাখতনে। অক্ষয় তৃতীয়ায় সঞ্চিত করা ও সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সোনারূপে কনের ঐতিহ্য এই সূত্রেরেই এসছে। এর ছ’মাস পরে ধনতরোসেও একই রীতি অনুসৃত হয়। অর্থনীতিবিদ ও লগ্নি-

বাজারের উপদেষ্টারাও এই উপদেশই দেন।



কুবেরকে বৈদিক সাহিত্যে প্রথম দখো যায় ‘ভূতশ্বেৰ’ রূপে। দবেতা হসিবে তাঁর স্বীকৃতি মলে পুরাণরে যুগে, হাজার বছর পরে। তত দিনে মনু-কথতি ‘মশ্ৰি জনগোস্ঠী’ ভারতরে বস্ঠীর্গ অঞ্ চলে বসবাস করছনে। ক্রমশ কুবেরকে বটীধরা বশ্ঠিবন্ত নামে এবং জনৈরা সর্বন-ভূতানি নামে স্বীকৃতি দিনে। লক্ষ্মী ঐশ্বর্যরে দবী হসিবে প্রতষ্টিতি না হওয়া অবধি কুবেরে হিন্দুদের কাছে সম্পদের দবেতা হসিবে পূজতি হয়ে চলনে। দবেতাদের সম্পদরক্ষী হসিবে তাঁর গায়রে রংও ক্রমশ পরষ্কার হতে থাকে, যদণ্ডি তনি গণ, যক্ষ, কনি্নর, গন্ধর্ব গৃহ্যক প্রমুখ ‘পশ্চাত্পদ গোস্ঠী’র প্রতিনিধিই থকে যান। লোকদবেতা থকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্ররে উচ্চতর কোটতি ওঠার স্পর্ধা দখেয়িছনে তনি, তার মূল্য দতিে হয়ছে কুবেরকে, তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ছে, একবোরে মনসার মতোই। লড়াই না করে কছু পাওয়া যায় না। অক্ষয় তৃতীয়া এবং ধনতরোসে অনকে হিন্দু তাঁর আরাধনা করে। হিন্দুধর্ম কোনও দবেতাকেই একবোরে ছট্টে ফলে না, দরকার মতো একটা সাম্মানকি আসন দয়িে এক পাশে সরয়িে দেয়। প্রসঙ্গত, বটীধর্মরে আধারে কুবেরে দবিয়ি অন্য একাধকি দশে পট্টে গছনে। জাপানে তনি বশিামন নামে পূজতি।

কোন কাহনি যুধষ্ঠিরকে শুনয়িছলিনে শতানকি?

তখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষে হয়ছে। ধর্মরাজ্যরে প্রতষ্টি হয়ছে। কনিতু সিংহাসনে বসেও মনে শান্তিনেই মহারাজ যুধষ্ঠিরে। যুদ্ধে এত প্রাণ গয়িছে, বপিল অপচয় হয়ছে সহায় সম্পদের। স্বামী, পুত্র, স্বজনহারা মানুষরে কান্নায় ধর্মরাজ কাতর হয়ে পডেছনে। এই পাপরে বোঝা কে বহন করবে? মহারাজ যুধষ্ঠিরে মনরে অস্থিরতা বুঝতে পরে মহামুনি শতানকি তাঁকে শুনয়িছলিনে সএ কাহনি।

অনকে কাল আগে রাগী ও নষ্টিুর এক ব্রাহ্মণ ছিলনে। ব্রাহ্মণ হলে কি হবে? ধর্ম বসিয়ে তাঁর কোনও আগ্রহ ছিল না। এক বার এক দরদির ব্রাহ্মণ ক্ধুধার জ্বালায় তাঁর কাছে কছু খতে চাইলনে। কছু দেওয়া দূরে থাক, সেই নাস্তকি ব্রাহ্মণ ভষ্কারি বলে গালমন্দ করে গরবি ব্রাহ্মণকে দরজা থকেই তাড়য়িে দলিনে। খদি-তষ্টিয় কাতর সেই ব্রাহ্মণ অপমানতি হয়ে চলে যাচ্ছিলনে, কনিতু সএ সময় তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালনে ব্রাহ্মণী সুশীলা। অতথিরি কাছে ক্ধমা চয়ে তনি বললনে, ‘ভরদুপুরে অতথি রুষ্ট ও অপমানতি হয়ে ফরিে গলে সংসাররে অমঙ্গল হবে। গৃহরে শান্তি-সমৃদ্ধি আর থাকবে না।’ দরদির ব্রাহ্মণকে তনি বললনে, ‘আপনি এখানই অন্ন জল গ্রহণ করবনে। আপনার কথোও যাওয়ার প্রয়াজন নেই।’ ব্রাহ্মণপত্নী অতথি ভক্শু করে সামনে ঠাণ্ডা জল এবং অন্নব্যঞ্জন পরবিশেন করলনে। মধ্যাহ্ন ভোজন শেষে যাওয়ার আগে সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ সুশীলাকে আশীর্বাদ করে বললনে, ‘তোমার এই অন্নজল দান হোক অক্ষয় দান।’

বহু বছর কটেছে। সেই ক্রোধী ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ হয়ছনে। তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তাঁকে নয়িে যতে

হাজরি একই সঙ্কে যমদূত ও বষ্ণিদূতের দল। মৃত্যুর পর তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে এই নিয়ে বিবাদ শুরু হল দুই দল দুতের মধ্যে। এক দল তাঁকে বষ্ণিলোককে নিয়ে যতে চায়। অন্য দলের দাবি, ওই পাপী ব্রাহ্মণের একমাত্র স্থান নরক। এরই মাঝে ক্শুধা-ত্শ্ণায় কাতর ব্রাহ্মণ একটু জল খতে চাইলেন। যমদূতরো তখন ব্রাহ্মণকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে বললেন, ‘একদা তুমি তোমার গৃহ থেকে অতথি ভখিরকি জল না দিয়ে বতিড়তি করছেলি। সুতরাং তুমি জল পাবে না।’ তাঁরা ব্রাহ্মণকে নিয়ে যমরাজের কাছে নিয়ে গেলেন।

কনিতু যম তাঁর দুতদের বললেন, ‘ওঁর মতো পুণ্যবান ব্রাহ্মণকে আমার কাছে আনলে কেন? বশৈখ মাসের শুল্লা ত্শ্ণীয়া তথিতে এই ব্রাহ্মণপত্নী ত্শ্ণার্ত অতথিকি অন্নজল দান করছেন। এ দান অক্ষয়। স্ত্রীর পুণ্যে ইনিও পুণ্যাতমা। সেই পুণ্যফলে ব্রাহ্মণের স্থান হবে স্বর্গে।’ কাহনি শেষে শতানকি মুনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ‘মহারাজ, বশৈখ মাসের শুল্লা ত্শ্ণীয়া তথিতে ব্রাহ্মণকে অন্ন বস্ত্র জল দান করলে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। এবং সেই দানের পুণ্য অক্ষয় হয়ে থাকে।’ সোজা কথায় অক্ষয়। ত্শ্ণীয়া হল চান্দ্র বশৈখ মাসের শুল্লাপক্ষের ত্শ্ণীয়া তথি। অতন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি তথি হল অক্ষয় ত্শ্ণীয়া। অক্ষয়। শব্দের অর্থ হল, যা ক্শয়প্রাপ্ত হয় না। বৈদিকি বশ্বাসানুসারে এই পবতির তথিতে কোনও শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে। যদি ভাল কাজ করা হয়, তার জন্য লাভ হয়, অক্ষয় পুণ্য। যদি খারাপ কাজ করা হয়, তবে অক্ষয় পাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। তাই শাস্ত্রেরে নরিদশে, এ দিনেরে প্রতটি কাজ খুব সাবধানেরে করা উচতি। কোনও খারাপ কাজ, কোনও কটু কথা যনে মুখ থেকে না বেরে হয়। কোনও কারণে যনে কারও ক্শতিনি হয়। তাই এ দিনি যথাসম্ভব মটন থাকা জরুরি। পূজা, ধ্যান, দান বা অন্যকে আনন্দ দেওয়া উচতি। যহেতে এই ত্শ্ণীয়ার সব কাজ অক্ষয় থাকে তাই প্রতটি পদক্ষেপে করতে হয়, সতর্ক ভাবে।

তবে শতানকি মূনির গল্পেরে শেষে আরও একটু আছে। বষ্ণিলোককে পট্টনোর পরে ভগবান বষ্ণি সই ব্রাহ্মণকে বলনে, তাঁর স্ত্রী মাত্র এক বার অক্ষয় ত্শ্ণীয়ার দিনে ব্রাহ্মণকে অন্নজল দান করছেন। কনিতু সই দান বা ‘অক্ষয়ব্রত’ পর পর আট বার করতে হবে। তবেই অক্ষয় পুণ্যলাভ হবে। এই বলে বষ্ণি ব্রাহ্মণকে কী ভাবে অক্ষয় ব্রত পালন করতে হবে তা বশিদে বলে ফেরে মর্ত্যে পাঠিয়ে দনে। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মলি আরও সাত বার অক্ষয় ত্শ্ণীয়ার দিনে বষ্ণি কথতি পদ্ধতিতে অক্ষয়ব্রত পালন করনে। এই ব্রতেরে প্রধান উপকরণ হল যব। শুল্লা ত্শ্ণীয়া তথিতে যব দিয়ে লক্ষী-নারায়ণেরে পূজা করে ব্রাহ্মণকে অন্ন, বস্ত্র, ভোজ্য, ফল ইত্যাদি দিয়ে বরণ করতে হয়। ব্রতীরা এ দিনি যব দিয়ে তরৈ খাবার খান। এ পার-ও পার দুই বাংলাতই এখনও এই দিনে সই রীতি মনে পালন করা হয় অক্ষয়ব্রত। সধবা মহলিারা (এয়ো) সূর্য ওঠার আগই নদীঘাটে ফুল, দুর্বা, বলেপাতা, সিদুর, সরষেরে তলে প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে জড়ো হন। সূর্য এবং গঙ্গাদেবীকে আবাহন এবং পরবারেরে মঙ্গল কামনার মধ্য দিয়ে স্নান সম্পূর্ণ করনে। গোত্রভদে কোনও কোনও পরবারে ‘সরষি ধোওয়া’ রেওয়াজেরে প্রচলন রয়েছে। এই সরষে দিয়ে কাসুন্দি তরৈ করা শুরু হয়। ক্রমশ কমে এলো গ্রামবাংলায় এখনও এই ব্রত পালনেরে রেওয়াজ রয়েছে। স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর ‘স্মৃতি তত্ত্বে’ অক্ষয়ব্রতেরে চারটি ভাগ করছেন। অক্ষয়ঘট ব্রত, অক্ষয়সিদুর ব্রত, অক্ষয়কুমারী ব্রত এবং অক্ষয়ফল ব্রত। এই ব্রতগুলি চার বছর একটানা পালন করতে হয়। ব্রাহ্মণ থেকে কুমারী, সধবা, সর্বস্তরেরে

মানুষকে জড়িয়ে অক্ষয়তৃতীয়া লটোককি ধর্মাচরণে অত্‌যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।  
সেই পটৌরাণকি যুগ থেকে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে বেশে কয়কেটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছিল  
বলে জানা যাচ্ছে। বশৈখ মাসরে শুক্লা তৃতীয়া তথিত্তি ঘটা কছি তাত্পর্যপূর্ণ ঘটনা  
একনজরে□

- ১) এদনিই বশ্বিগুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম জন্ম ননে পৃথিবীতে।
- ২) এদনিই রাজা ভগীরথ গঙ্গা দবৌকে মর্ত্‌যে নযি়ে এসছেলিনে।
- ৩) এদনিই গণপতি গনশে বদেব্বাসরে মুখনঙ্গিস্ত বাণী শুননে মহাভারত রচনা শুরু করেনে।
- ৪) এদনিই দবৌ অন্নপূর্ণার আবর্ভাব ঘটনে।
- ৫) এদনিই সত্‌যযুগ শেষে হযে ত্রতোযুগরে সূচনা হয।
- ৬) এদনিই কুবরেরে তপস্যায়, তুষ্ট হযে মহাদবে তাঁকে অতুল ঐশ্বর্য প্রদান করেনে।  
এদনিই কুবরেরে লক্ষ্মী লাভ হযছেলি বলে এদনি বভৈব-লক্ষ্মীর পূজা করা হয।
- ৭) এদনিই ভক্তরাজ সুদামা শ্রী কৃষ্ণরে সাথে দ্বারকায়, গযি়ে দখো করেনে এবং তাঁর থেকে  
সামান্য চালভাজা নযি়ে শ্রী কৃষ্ণ তাঁর সকল দুখ্‌হ মোচন করেনে।
- ৮) এদনিই দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে যান এবং সখী কৃষ্ণাকে রক্ষা করনে  
শ্রীকৃষ্ণ। শরনাগতরে পরত্‌রাতা রূপে এদনি শ্রী কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে রক্ষা করনে।
- ৯) এদনি থেকেই পুরীধামে জগন্নাথদবেরে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রথ নর্মাণ শুরু হয।
- ১০) কদোর বদরী গঙ্গাত্‌রী যমুনত্‌রীর য়ে মন্দরি ছযমাস বন্ধ থাকে এইদনিই তার দ্বার  
উদঘাটন হয। দ্বার খুললেই দখো যায়, সেই অক্ষয়দীপ যা ছযমাস আগে জ্বালযি়ে আসা  
হযছেলি।

১১) এদনিই সত্‌যযুগরে শেষে হযে প্রত্‌কল্পে ত্রতো যুগ শুরু হয।

১২) ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে চন্দনযাত্রা শুরু হয এই তথিত্তি।

অক্ষয়তৃতীয়ার দিনি বাড়তি সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা যায় সহজ কছি উপায়রে মাধ্যমে□

□ অক্ষয় তৃতীয়ার দিনি সকাল বেলো স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে যথা সম্ভব কছি দান করুন।

এই দিনি দান বা পূণ্য করলে সংসারে অত্‌যন্ত মঙ্গল হয।

□ এই দিনি সোনা, রূপো বা য়ে কোনও ধাতুর কোনও জনিসি গৃহে ক্রয় করা অত্‌যন্ত শুভ।

□ অক্ষয়তৃতীয়ার দিনি রাখাকৃষ্ণরে চরণে চন্দনরে ফোঁটা দিনি।

□ এই দিনি ববিহতি মহলিারা সাধ্য মতো কয়কে জনকে আলতা ও সর্দির দান করুন।

□ অক্ষয়তৃতীয়ার দিনি তামার ঘট, নারকলে, সুপারি ও চন্দন কাঠ দান করুন।

□ এই দিনি সামর্থ মতো কছি জামা কাপড় দান করুন। এর ফলে অত্‌যন্ত শুভ ফল ভাল করা  
যায়।

পরবিারে শুভ শক্তরি আগমন ঘটাতে, অশুভকে বনিশ করতে এবং সুখ সমৃদ্ধি বাড়াতে

এদনি কী কী করবনে?

১. এদনি সকাল সকাল স্নান সরে ননি। শুদ্ধ পোশাক গায়ে চাপযি়ে যথা সম্ভব কছি দান  
করুন। এতে সংসাররে মঙ্গল হয।

২. গণশে ও লক্ষ্মীর মূর্তিতে সর্দির লাগান।
৩. ঈশ্বরকে ফল মষ্টি নিবিদেন করুন।
৪. বিবাহিত হলে এবং সম্ভব হলে কয়েকজন এয়োতকি আলতা ও সর্দির দান করতে পারেন।
৫. তামার ঘট, নারকলে, সুপারি ও চন্দন কাঠ দান করাও অত্যন্ত শুভ।
৬. সোনা, রূপো কিংবা অন্য কোনও ধাতুর জনিসি কনিততে পারলে খুব ভাল।
৭. জামা-কাপড় কিংবা অন্ন তুলে দিতে পারেন দুঃখদের মুখে। এতে সংসারে শান্তি আসে।
৮. সন্ধ্যয়ে আবার হাত-মুখ ধুয়ে গণশেরে আরতি করুন।
৯. লোভ সংযত করে ঈশ্বরেরে আরাধনা করার পর পরবারে প্রসাদ বতিরণ করুন। এতে মনস্কামনা পূরণ হয়।

অক্ষয় তৃতীয়ার, আজকরে দিনে ভুলেও করবেন না এই সকল কাজ, ভাখিরি হতে পারেন মা লক্ষ্মীর রোষে

অক্ষয় তৃতীয়া অত্যন্ত মাহেন্দ্র কষণ শাস্ত্রজ্ঞে বশিয়ে নপুণ পণ্ডতিরা জানাচ্ছনো মা লক্ষ্মী সংসারে বাঁধা পড়নে সেই দিন বিশেষভাবে পূজো করলো তবে মা লক্ষ্মীর রোষ দৃষ্টিও পড়তে পারে এ দিনটিতে কয়েকটি কাজ করলো আর তার ফলে দেখা দিতে পারে অর্থাভাবা সাবধান হয়ে যান সেই কারণে সবে সম্পর্কে জনেননি

১. স্নান না করে তুলসী পাতা ছড়িবনে না অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। তুলসী পাতা ভীষণ প্রিয়। ভগবান বশিগুর, সেই কারণে মা লক্ষ্মী কুপতি হন এমনটা করলো আশপাশ পরষিকার রাখুন এ দিন মা লক্ষ্মীর পূজো করার সময়। মায়েরে পূজো করুন পরষিকার বস্ত্র পরে।

২. উপবাস ভাঙবেন না ব্রত শেষে হওয়ার আগে উপনয়ন সংস্কার করা ঠিক নয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। অশুভ মনে করা হয়। এদিন এমন কাজ করাকো এইদিন কোনো যায নতুন বাড়ি। তবে নির্মাণ কাজ করা যায না নতুন বাড়ি।

এই জনিসিগুলি রখে অক্ষয় তৃতীয়ার পূজা করতে পারেন

অক্ষয় তৃতীয়া হল একটি উতসব যা মা লক্ষ্মীর সাথে যুক্ত - মা দেবী যিনি তাঁর ভক্তদেরে তাদেরে জীবনে প্রচুর সম্পদ, ঐশ্বর্য এবং সমৃদ্ধি দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

যিনি মা লক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করেন, প্রচুর ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধি উপভোগ করেন এবং জীবনে কখনও কোনও আর্থিক দুর্দশার সম্মুখীন হন না।

অক্ষয় তৃতীয়ার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য এমন যে এই দিনে মা লক্ষ্মীকে খুশি করা খুব সহজ, কারণ একই দিনে মা লক্ষ্মী মহাজাগতিক মহাসাগর থেকে আবির্ভূত হয়ে ভগবান বশিগুকে তার স্বামী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

অতএব, বুদ্ধিমান পদক্ষেপে ননি এবং মা লক্ষ্মীকে খুশি করুন এবং 2023 সালের অক্ষয় তৃতীয়ার আধ্যাত্মিকভাবে অভ্যুক্ত অনুষ্ঠানে তাঁর অবশ্বাস্যভাবে শুভ আশীর্বাদ পান।

লক্ষ্মী পূজা করুন এবং মা লক্ষ্মীর অনুগ্রহেরে দ্বার খুলে দিন ঐশ্বর্য, প্রচুর সম্পদ এবং সমৃদ্ধি, আপনার জীবনে একটি বাস্তবতা!

প্রদীপ: আপন যদি অক্ষয়, তৃতীয়ার দিন সোনার কনোকাটা করতে সক্ষম না হন তবে কোনও মাটির পাত্র বা প্রদীপ এই দিনটিতে আপনার বাড়িতে আশীর্বাদ আনতে পারে।

নুন: অক্ষয়, তৃতীয়ার দিন নুন খাওয়া এড়ানো উচিত। ব্রতী-দরে একবোরহে লবণ খাওয়া উচিত নয়। তবে অক্ষয়, তৃতীয়ার দিন বাড়িতে সন্ধক লবণ রাখা শুভ বলে বিবেচিত হয়।

সরষি: সরষির ব্যবহার প্রায়, প্রতিটি ঘরহে হয়। যদি আপনি এক মুঠো খাঁটি হলুদ সরষি রাখেন তবে মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ আপনার উপর থাকবে।

ফল: অক্ষয়, তৃতীয়ার পূজোর জন্য আপনি যেকোনও ফল আনতে পারেন। মরসুম অনুসারে যেকোনও ফল রাখতে পারেন।

তুলা: অক্ষয়, তৃতীয়ায় তুলা রেখেও পূজো করতে পারেন।

অক্ষয়, তৃতীয়ার দিন শুধু সোনা কনিলহে যবে ঘরে লক্ষ্মী বরাজ করবেন তা কনিতু একবোরহে নয়। সোনা ছাড়া আপনি আপনার সাধ্যমত আরও অনকে কছিই কনিতে পারেন। তাই মা লক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করতে কী কী কনিবনে তা জনে ননি –

- ১) বনিয়োগ করুন কোনও স্কীমে সোনা নয়, অক্ষয়, তৃতীয়ার দিনে আপনার পছন্দ অনুযায়ী কোনও বিশেষ স্কীমে বনিয়োগ করতে পারেন। নজিরে, সন্তানরে কথি বা পরবাররে অন্যান্য সদস্যদরে ভবষিৎ সুরক্ষার জন্য এই ধরনরে প্ল্যানরে দকি মন দিন।
- ২) গাড়িযহেতে এই দিনটি অত্য়ন্ত শুভ একটি দিন তাই সোনা ছাড়াও এই দিনটিতে কনিতে পারেন আপনার পছন্দসই একটি গাড়ি। গাড়ি প্রমৌ ব্যক্তরি এই দিনে গাড়ি কনিলে ফরিতে পারেন আপনার সটোভাগ্য।
- ৩) বাড়ি এই দিন কনিতে পারেন বাড়ি বাড়ি কনোর পরকিল্পনা যদি আগহে থকে থাকে, তবে এই দিনহে কনিলে ফলুন। এতে মা লক্ষ্মী তুষ্ট হবনে এবং ঘরে লক্ষ্মী বরাজ করবেন। সটোভাগ্য ফরিলে আসবে আপনার।
- ৪) জমি-জায়গা ভবষিৎ সুরক্ষার জন্য এই শুভ দিনে কোনও জমি বা ছোট্ট জায়গা কনিতে পারেন। এতেও মা লক্ষ্মী তুষ্ট হবনে। ফরিলে আপনার সটোভাগ্য।
- ৫) ঘররে প্রয়োজনীয় জনিসিপত্র অক্ষয়, তৃতীয়ার দিন বাড়ি কছি প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কনিতে পারেন। যমেন – সোফা, ঘর সাজানোর সামগ্রী, টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, বাসনপত্র ইত্যাদি এতেও মা লক্ষ্মী তুষ্ট হযে বরাজ করবেন আপনার ঘরে।
- ৬) কাঁচা সবজি সোনা, বাড়ি, গাড়ি কনোর সামর্থ্য অনকেরেই থাকে না। তাই এই শুভক্ষণে নজিরে সটোভাগ্য ফরোতে এবং মা লক্ষ্মী-কে সন্তুষ্ট করতে কনিলে আনুন কাঁচা শাক-সবজি জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে, পাতাওয়াল সবজি আর্থিক সটোভাগ্য ফরিলে আনে।
- ৭) শস্যদানা এই দিনে গৃহস্থলীর প্রয়োজনীয়, শস্যদানা কনিতে পারেন। যমেন – চাল, ডাল, গম, ভুট্টা, বার্লি ইত্যাদি জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে, এগুলি কনিলে ঘররে সটোভাগ্য ফরে এবং অশুভ প্রভাব-কে দূরে সরিলে রাখে।
- ৮) ঘি হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী, এই দিনে বাড়িতে ঘি কনিলে শুভ শক্তরি আগমন ঘটবে এবং ঘরে লক্ষ্মী বরাজ করনে। তাই ঘি কনিলে লক্ষ্মী পূজার সময়, ঘি দিলে প্রদীপ জ্বালান।

সটৌভাগ্‌য ফরীববে আপনারও।

### Akshaya Tritiya 2023 Date and Time

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Akshaya Tritiya Date         | Saturday, April 22, 2023             |
| Akshaya Tritiya Puja Muhurat | 07:49 AM to 12:20 PM, April 22, 2023 |
| Akshaya Tritiya Tithi Begins | 07:49 AM on April 22, 2023           |
| Akshaya Tritiya Tithi Ends   | 07:47 AM on April 23, 2023           |

